



335146 - গায়বেরে প্রকারভদে

প্রশ্ন

আমার বন্ধু আমাকে গায়বেরে জ্ঞান সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করছে। তার প্রশ্নটি নিম্নরূপ: আমরা নিশ্চিতিভাবে জানি যে, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সব আল্লাহ জানেন। আর যা কিছু হয়নি তা যদি হত তাহলে কয়েন হত সটেও আল্লাহ জানেন। সৃষ্টি শুরুর পূর্ব থেকেই তার জ্ঞান সংরক্ষিত কতিবায় রয়েছে। তাই আমি যদি ফোনরে এলার্ম একটি নির্দিষ্ট সময়ে সটে করি তারপর আমার চারপাশে সবাইকে বলি যে আমার ফোন আমার দ্বারা পূর্ব নির্ধারণিত সময়ে বাজবে, তাহলে কি আমি গায়বে জানি!? নঃসন্দেহে না। অবশ্যই আমি গায়বে জানি না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: আমরা কীভাবে বলি আল্লাহ গায়বে জানেন; অথচ তিনি এই জগতে সব কিছু সৃষ্টি করার আগে প্রতিটি নড়াচড়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? এটি তো পুরোপুরি এলার্মের উদাহরণের সাথে মিলে যায়।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

গায়বে দুই প্রকার:

পরম গায়বে। এটি আল্লাহ ছাড়া আর কউে জানে না। যমেন: কয়িমতরে সময়, বৃষ্টি নামার সময় প্রভৃতি। আরকেটি হচ্ছে আপেক্ষিক গায়বে। এটি কিছু সৃষ্টজীব জানে না; আর কিছু সৃষ্টজীব জানে। এটি ঐ ব্যক্তির জন্য গায়বে যে এটি জানে না। আর যে জানে তার জন্য গায়বে নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গায়বেরে প্রকারভদে

গায়বে দুই প্রকার:

১. পরম গায়বে। এই প্রকার গায়বে আল্লাহ ছাড়া আর কউে জানে না। যমেন: কয়িমতরে সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময় প্রভৃতি।
২. আপেক্ষিক গায়বে। এটি হচ্ছে এমন গায়বে যা কিছু সৃষ্টজীব জানে না; আর কিছু সৃষ্টজীব জানে। এটি ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য গায়বে যারা এটি জানে না। আর যারা এটি জানে তাদের জন্য গায়বে নয়।



গায়বে কী?

ইসলামে গায়বে হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয় থেকে অদৃশ্য সকল কিছু। সটেই উহ্য গোপন থেকে যাক যা জানতে মানুষ অক্ষম, যা কেবল সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবহতি আল্লাহ ছাড়া কউে জানতে পারবে না। কথিবা সটেই এমন কিছু হোক যা মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নশ্চিতি সংবাদরে মাধ্যমে জানতে পারে।

কছু গায়বে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকি বশ্লিষণ বা অনুরূপ মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে জানতে পারে। এ কথা এমন বস্তুসমূহরে ক্ষত্রে প্রযোজ্য যগুলোর ক্ষত্রে ইন্দ্রিয়রে মাত্রা বৃদ্ধিকরতে সহায়ক মাধ্যম ব্যবহাররে দ্বারা পট্টোছানো সম্ভব। যমেন: দূরবীন বা এ ধরনরে যন্ত্রপাতি। এগুলো আপেক্ষিকি গায়বেরে অন্তর্ভুক্ত যমেনটি আমরা অচরিই তুলে ধরব।

গায়বেরে প্রতিঈমানরে গুরুত্ব

যে সমস্ত বশেষ্ট্য মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক করে তার মাঝে গায়বেরে প্রতিঈমান অন্যতম। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো অনুধাবনে মানুষ ও প্রাণী উভয়ে সমান। কন্তু গায়বেরে উপর ঈমান আনার যোগ্যতা কেবল মানুষরেই আছে; প্রাণীর নই। তাই সকল আসমানী ধর্মরে প্রতিঈমানরে অন্যতম বুনয়াদ হচ্ছে গায়বেরে প্রতিঈমান আনা। এ কারণে শরীয়তসমূহ এমন অনেকে গায়বী বিষয় নিয়ে এসছে যগুলো মানুষ কেবল কুরআন-সুন্নাহতে প্রমাণতি ওহীর মাধ্যমেই জানতে পারে। যমেন: আল্লাহ তায়ালা, তাঁর গুণাবলি ও কর্মসমূহ, সাত আসমান, ফরেশেতা, নবীগণ, জান্নাত ও জাহান্নাম, শয়তান ও জীনসহ অন্যান্য সকল গায়বী ঈমানরে প্রকৃত জ্ঞানসমূহ যা কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে প্রাপ্ত সত্য সংবাদরে মাধ্যমে জানা সম্ভব।

গায়বেরে বিভাজন:

১. পরম গায়বে (الغيب المطلق): যে গায়বে জ্ঞানার্জনরে মাধ্যমসমূহ বা ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যবহার করে মানুষরে পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। এটি দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার: যা আল্লাহ তাআলা বার্তাবাহক রাসূলদরে মাধ্যমে মানুষদেরকে জানয়িচ্ছেন বা যার কিছু অংশ তাদেরকে জানয়িচ্ছেন।

এর উদাহরণ হচ্ছে: শয়তান ও জীন এবং তাদের নানান খবরাখবর। যমেন: আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا



“বলুন: আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, একদল জীন কান পতে (কুরআন) শুনছে। তারপর তারা বলছে: আমরা এক বস্মিয়কর কুরআন শুনছি, যা (সকলকে) সৎপথ প্রদর্শন করে; তাই আমরা এর প্রতি ঈমান এনছি এবং আমরা আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে কখনও শরীক করব না।”[সূরা জীন: ১,২]

দ্বিতীয় প্রকার: যার জ্ঞান আল্লাহ এককভাবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কোনো সৃষ্টিকে তা জানাননি; না কোনো প্রেরিত নবীকে, আর না কোনো নকৈট্যপ্রাপ্ত ফরেশেতাকে। আল্লাহর নমিনোক্ত বাণীতে এটাই উদ্দেশ্য:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

“যাবতীয় গায়বী বিষয়ের চাবি তাঁরই কাছে। কেবল তিনিই সসেব জানেন।”[সূরা আন’আম: ৫৯]

এর উদাহরণ হচ্ছে কয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় জানা, মৃত্যুর সময়-স্থান-কারণ জানা এবং আল্লাহ নিজের নামকরণ করছেন এমন কিছু নাম জানা (যা মানুষের অজানা)। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

“কয়ামতের জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে যা (সন্তান) আছে তা জানেন। কউে জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কউে জানে না কোন ভূখণ্ডে সে মারা যাবে।”[সূরা লুকমান: ৩৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দোয়ায় বলেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

‘আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনার প্রতিটি নামের উসীলায়; যে নাম আপনি নিজের জন্য রেখেছেন অথবা আপনার সৃষ্টজীবের কাউকে শিখিয়েছেন অথবা নিজ গায়বী জ্ঞানে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন।’

সীমাবদ্ধ আপেক্ষিক গায়বে: এটি হচ্ছে এমন গায়বে যা কিছু মানুষের কাছে অজানা ছিল। যমেন: ঐতিহাসিক ঘটনাবলি; যারা এ ঘটনাগুলো জানেনি তাদের কাছে এগুলো গায়বে। তাই আল্লাহ তা’আলা ইমরানের পরিবারের ঘটনা উল্লেখ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَهُمُ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيماً وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

“এ হচ্ছে গায়বী সংবাদ যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহতি করছি। তাদের মধ্যে কে মরিয়মের দায়িত্ব নবী তা ঠিক করার জন্য তারা যখন তাদের (লটাররি) কলম নিক্ষেপে করছিল তখন তুমি তাদের মধ্যে ছিলে না। তারা যখন (বিষয়টি নিয়ে)

বাগড়া করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না।”[সূরা আলে-ইমরান: ৪৪]

সীমাবদ্ধ অ-আপেক্ষিক গায়বে: এটি হচ্ছে এমন সব বিষয় যা ইন্দ্রিয় থেকে অনুপস্থিতি; সটো সময়ের ব্যবধানের কারণে (ভবিষ্যত) বা স্থানরে ব্যবধানের কারণে বা অন্য যেকোন কারণে হোক না কেন; যতক্ষণ না সেই ব্যবধান দূর হয়ে যায়। যমেনটি আল্লাহ তা’আলা বলেন:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

“যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটলাম, তখন উইপটোকাই জনিদরেক তঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহতি করল; যে পটোকা সটোয়মানরে লার্টা খিয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন তখন জনিদরে কাছে স্পষ্ট হয়ে গলে যে, গায়বের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে অবস্থান করত না।”[সূরা সাবা: ১৪] এটি সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর প্রসঙ্গে।

গায়বী বিষয়াবলির কিছু উদাহরণ

রুহ: আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“তারা আপনাকে রুহ (আত্মা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন: ‘রুহ হলো আমার প্রভুর আদেশজাত। (এ সম্পর্কে) তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।”[সূরা ইসরা: ৮৫]

কিয়ামতের ছোট-বড় আলামতসমূহ: যে আলামত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে জবরীল জ্ঞানিয়েছেন:

“আর তুমি দেখতে পাবে (এককালরে) নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরদ্র, বকরীর রাখালদের বড় দালান-কোঠা নির্মাণের প্রত্যাগতিয় গর্ব অহংকারে মত্ত।”

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত গায়বী সংবাদ, যা বাস্তবে ঘটছে। বড় আলামতের মাঝে আরো রয়েছে: মাসীহ দাজ্জালরে হাদীস। মাসীহ শেষে যমানায় বের হবেন। শেষে যমানায় একটি জন্তুর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।[ওয়াক্বফ এবং ইসলামী বিষয়াবলির মন্তরগালয় রচিতি ‘আল-আকীদাহ’ গ্রন্থ থেকে সমাপ্ত, শামলো সংস্করণ]

সুতরাং আপনার বন্ধু যা করেছে সটো আপেক্ষিক গায়বের অন্তর্ভুক্ত। এটি পরম গায়বের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুভবযোগ্য কারণসম্বলিত বিষয় বা অনুরূপ বিষয়াবলি জানার ক্ষেত্রে কোন আপত্তি নাই।



তবে, ববিকেবান ব্যক্তির কাছে এটি অজানা নয় যে এমন অগণতি বিষয় রয়েছে যগুলোতে বক্তার বক্তব্য ও জ্ঞানের জ্ঞান সঠিক হয়নি। এমন কত ঘটনা ঘটে যে, কটে একজন সন্ধিত দলি: ট্রনেট বা প্লনেট নির্ধারতি সময়ে পট্টেব; কনিতু সটে নির্ধারতি সময়ে পট্টেয়নি। কথিবা যনত্রপাতরি মাধ্যমে জনে গরুভস্থতি ভরুগরে ব্যাপারে কোন সন্ধিত দলি পরে যা বাস্তবে যা ঘটনে।

হতে পারে ঘড়িটি এলার্ম বাজার আগে আপন নির্জিই ঘড়টিকে বন্ধ করে দবিনে; ফলে সটে আর বাজবে না। হতে পারে ব্যাটারি শেষে হয়ে যাওয়ায় সটে বাজবে না। ...

তাই এ ধরনের বিষয় দিয়ে আপত্তি করার দুর্বল দকি স্পষ্ট। এর উত্তর দেওয়া কঠনি নয়। বস্তুতঃ অলস মনকে শয়তান এমন বিষয়ে ব্যস্ত করে তোলে যার কোনও প্রকৃত সত্যতা ও গুরুত্ব নেই। আছে কেবল কৃত্রিমতা ও আদম সন্তানকে শয়তান কর্তৃক ব্যস্ত রাখা।

কাযা (নয়িতা) ও তাকদীর (ভাগ্য) এর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাকদীর লখিনে অবস্থান:

প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে তাকদীর লখিনে কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা বরং এই উদাহরণ দিয়ে করা প্রশ্ন দেখে বিস্মিত হচ্ছি।

যদি আল্লাহ তার কতিবে ওহী পাঠিয়ে বলতেন যে এলার্ম বাজবে না, তারপর এলার্ম বাজত, তাহলে এই প্রশ্ন তোলা প্রযোজ্য হত। কারণ তখন বাস্তবতা আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদে বিপরীত ঘটছে।

পক্ষান্তরে, বান্দা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনও কিছু জানা যতো এখনও ঘটনে, সতো তাঁর মাধ্যমে জানা এবং কয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সে সব কিছু লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রাখার মধ্যে জটিলতা কোথায়?!

যাইহোক, লিপিবদ্ধকরণ: তাকদীর (ভাগ্য) ও কাযার (নয়িতার) উপর ঈমান আনার অন্যতম একটি স্তর। আর তা হলো: এই ঈমান আনা যে আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) আল্লাহ সব কিছু লিখে রেখেছেন।

তাকদীরে প্রতি সঠিক ঈমানের অনবির্য ফলাফল:

তাকদীরে উপর সঠিক ঈমান আনার অনবির্য ফলাফল হচ্ছে আপনি এ ঈমান রাখবেন যে:

- বান্দার ইচ্ছা ও এখতিয়ার রয়েছে, যার মাধ্যমে তার কার্যাবলি বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: **لِمَنْ شَاءَ** "তার জন্য, তোমাদের মধ্যে যার সরল পথে চলার ইচ্ছা রয়েছে।" [সূরা তাকওয়ীর: ২৮] তিনি আরও বলেন: **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যেরে বাইরে কোনও দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।" [সূরা বাকার: ২৮৬]
- বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার বাইরে নয়। তিনিই বান্দাকে এটি প্রদান করছেন এবং বান্দাকে ভালমন্দ বচিরা করা ও বছে নওয়ার ক্ষমতা প্রদান করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** "আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না যদি না সৃষ্টিকুলের প্রভু আল্লাহ ইচ্ছা করেন।" [সূরা তাকওয়ীর: ২৯]

সুতরাং আপনি আপনার এলার্ম নির্ধারণ করছেন এবং জানেন যে এটি বাজবে, তারপর এটি যদি বাজে তাহলে এটি আল্লাহর নির্ধারণ এবং সৃষ্টি। আপনি এটি ঘটার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু এমন কোনও প্রতিনিধকতা এসে যেতে পারে যার কারণে এলার্ম নাও বাজতে পারে। এ সব কিছুই আল্লাহর লিখিত বিষয় ও তাঁর নির্ধারণিত ভাগ্য।

ভাগ্য লিখনের প্রকারভেদে

জেনে রাখুন, ভাগ্য লিখন দুই প্রকার:

- এমন লিখন যা পরবর্তন ও প্রতস্থাপন হয় না। এটি হচ্ছে যা লওহে মাহফুযে আছে।
- এমন লিখন যা পরবর্তিত হয় ও প্রতস্থাপিত হয়। এটি হচ্ছে যা ফরেশোতাদের হাতে রয়েছে। তাদের কাছে সর্বশেষে যে বিষয়টি স্থিতি হয় সেটি হচ্ছে লওহে মাহফুযে যা লেখা রয়েছে। আর এটাই আল্লাহর নমিনোকত বাণীর একাধিক অর্থের একটি অর্থ: **يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ** "আল্লাহ যা ইচ্ছা নশ্চিহ্ন করেন এবং (যা ইচ্ছা) ঠিক রাখেন। আর তাঁরই কাছে রয়েছে মূল গ্রন্থ (লওহে মাহফুয)।" [সূরা রাদ: ৩৯]

এর আলোকে আমরা সহীহ সুন্নাহতে বর্ণিত সবে সমস্ত বর্ণনা বুঝতে পারি যিগেলোতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার কারণে আয়ু বৃদ্ধি পাওয়া বা রযিকি প্রশস্ত হওয়ার কথা উদ্ভূত হয়েছে। অথবা যে হাদীসে বলা হয়েছে যে দোয়ার মাধ্যমে ভাগ্য পরবর্তন হয়। বিষয়টি হলো: আল্লাহ তাআলা জানেন যে, তার বান্দা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং বান্দা তার কাছে দোয়া করবে, তাই লওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) তিনি বান্দার জন্য রযিকি প্রশস্ততা ও আয়ুতে বৃদ্ধি লিখে রেখেছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।